Toppersnotes®
Unleash the topper in you

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস

প্রাদেশিক নাগরিক সেবা

প্রিলিম এবং মেইনস

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

ভলিউম - 3
Volume - 3

আধুনিক ভারতের ইতিহাস
(Modern Indian History)

SIERRA INNOVATIONS

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস

ভলিউম 3

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস

S. No.	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
1.	**ভারতে ইউরোপীয় শক্তির আগমন** • কারণগুলি ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের দিকে পরিচালিত করেছিল • ভারতে সমুদ্র পথের আবিষ্কার • বিদেশী শক্তি • কর্ণাটিক যুদ্ধ • অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্যের কারণ	**1**
2.	**মুঘল সাম্রাজ্যের পতন** • বিদেশী আক্রমণ • পরে মুঘল	**15**
3.	**নতুন রাজ্যের উত্থান** • উত্তরসূরি রাষ্ট্র • ওয়ারিয়র স্টেট্স • স্বাধীন রাষ্ট্র	**21**
4.	**ভারতে ব্রিটিশ ক্ষমতার একত্রীকরণ এবং সম্প্রসারণ** • Mercantilism • প্রাচ্যবাদ • ভারতে ব্রিটিশ সম্প্রসারণের বৈশিষ্ট্য • বাংলা • বক্সারের যুদ্ধ • মহীশূর • মারাঠারা • পাঞ্জাব • সিন্ধু • প্রতিবেশী দেশগুলিতে ব্রিটিশ সম্প্রসারণ	**25**
5.	**1857 সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক সংস্থা** • ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সি • 1857 সাল পর্যন্ত সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় উন্নয়ন	**59**
6.	**1857 সালের বিদ্রোহ** • 1857 সালের বিদ্রোহের তাপর্য • পটভূমি • 1857 সালের বিদ্রোহের কারণ • বিদ্রোহের পথ • বিদ্রোহ দমন • বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ • বিদ্রোহের প্রভাব • বিদ্রোহের প্রকৃতি	**67**

7.	**1858 সালের পরে প্রশাসনিক পরিবর্তন** • ভারত সরকার আইন, 1858 • রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা • ভারতীয় কাউন্সিল আইন, 1861 • কেন্দ্রীয় প্রশাসন • তিনটি দিল্লি দরবার • সিভিল সার্ভিসে পরিবর্তন • সেনাবাহিনীতে পরিবর্তন • প্রিন্সলি স্টেটের সাথে সম্পর্ক • শ্রম আইন • ফরেন ফ্রন্টে	**79**
8.	**সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন** • ভারতে সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কারক • হিন্দু সংস্কার আন্দোলন • মুসলিম সংস্কার আন্দোলন • পার্সি সংস্কার আন্দোলন • শিখ সংস্কার আন্দোলন • থিওসফিক্যাল আন্দোলন • সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব	**86**
9.	**ব্রিটিশ শাসনের অধীনে অর্থনীতি** • টেক্সটাইল শিল্প ও বাণিজ্য • ব্রিটিশ ভারতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা • ভারতীয় কৃষিতে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব • ব্যবসা ও বাণিজ্য • ব্রিটিশ শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন • পরিবহন • যোগাযোগ	**115**
10.	**শিক্ষা ও প্রেসের উন্নয়ন** • ভারতে শিক্ষার উন্নয়ন • প্রেসের বিকাশ • ভারতীয় প্রেসের অবদান	**136**
11.	**ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় আন্দোলন** • নাগরিক বিদ্রোহ • রাজনৈতিক- ধর্মীয় আন্দোলন • সামন্ত বিদ্রোহ • অন্যান্য নাগরিক বিদ্রোহ অন্তর্ভুক্ত • উপজাতি বিদ্রোহ • কৃষক আন্দোলন • প্রদেশে কৃষক কার্যকলাপ • 1857 সালের বিদ্রোহে কৃষকদের ভূমিকা	**150**

12.	**জাতীয়তাবাদের জন্ম (মধ্যম পর্যায়: 1885-1905)** • দেশের একীকরণ • ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগে রাজনৈতিক সমিতি • ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা	**170**
13.	**জঙ্গি জাতীয়তাবাদের যুগ/ চরমপন্থী পর্যায় (1905-1909)** • চরমপন্থীদের উত্থানের কারণ • স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন • মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য • নিখিল ভারত মুসলিম লীগ • সুরাট স্প্লিট অফ দ্য আইএনসি (1907) • 1909 সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার / 1909 সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট • জঙ্গি জাতীয়তাবাদের বৃদ্ধি • বিপ্লবী কার্যক্রম • প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং জাতীয় আন্দোলন • হোম রুল লীগ আন্দোলন	**180**
14.	**গণ আন্দোলন: গান্ধী যুগ (1917-1925)** • গান্ধীর প্রারম্ভিক জীবন • সংগ্রামের মাঝারি পর্যায় (1894-1906) • প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স বা সত্যাগ্রহের পর্যায় (1906-1914) • ভারতে মহাত্মা গান্ধীর আগমন • মন্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার এবং ভারত সরকার আইন, 1919 • রাওলাট আইন (1919) • জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা (এপ্রিল 13, 1919) • খেলাফত আন্দোলন • অসহযোগ খিলাফত আন্দোলন • খেলাফত অসহযোগ আন্দোলনের মূল্যায়ন	**202**
15.	**স্বরাজের জন্য সংগ্রাম (1925-1939)** • কংগ্রেস-খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি বা স্বরাজ পার্টি • নো-চেঞ্জারদের দ্বারা গঠনমূলক কাজ • 1920 এর দশকে বিপ্লবী কার্যকলাপের পুনরুত্থান • সাইমন কমিশন / ভারতীয় সংবিধিবদ্ধ কমিশন (1927) • মুসলিম লীগের দিল্লি প্রস্তাব (1927) • নেহেরু রিপোর্ট (1928) • কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন (1928) • 1929 সালের রাজনৈতিক কার্যকলাপ • আরউইনের ঘোষণা (অক্টোবর 31, 1929) • দিল্লি ইশতেহার (নভেম্বর 1929) • কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন (1929) • আইন অমান্য আন্দোলন (1930) • গান্ধী-আরউইন চুক্তি (1931) • আইন অমান্য এবং অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য • কংগ্রেসের করাচি অধিবেশন (1931) • গোলটেবিল সম্মেলন	**218**

	• আইন অমান্য আন্দোলন পুনঃসূচনা • সাম্প্রদায়িক পুরস্কার এবং পুনা চুক্তি • হরিজনদের পক্ষে এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীর প্রচারণা • গান্ধীজি এবং আম্বেদকর- আদর্শগত মিল এবং পার্থক্য • 1937 সালের প্রাদেশিক নির্বাচন • কংগ্রেস মন্ত্রকের অধীনে কাজ করুন • কংগ্রেসের হরিপুরা ও ত্রিপুরী অধিবেশন • দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (1939) • ওয়ার্ধায় CWC সভা (সেপ্টেম্বর 10-14, 1939) • কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ • কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশন (মার্চ 1940) • সুভাষ চন্দ্র বসু • গান্ধী এবং বোস: আদর্শগত পার্থক্য	
16.	**স্বাধীনতার দিকে (1940-1947)** • মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব (1940) • আগস্ট অফার (1940) • ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ (1941) • গান্ধীজি নেহরুকে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করেন • ক্রিপস মিশন (1942) • ভারত ছাড়ো আন্দোলন (1942) • গান্ধীর উপবাস • 1943 সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ • রাজাগোপালাচারী সূত্র (1944) • দেশাই-লিয়াকত চুক্তি (1945) • ওয়েভেল প্ল্যান (1945) • সুভাষ চন্দ্র বসু এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আইএনএ) • লাল কেল্লায় আইএনএ ট্রায়াল (নভেম্বর 1945) • সাধারণ নির্বাচন (1945-46) • তিনটি উত্থান - 1945-46 সালের শীতকালীন • নৌ রেটিং দ্বারা বিদ্রোহ • ক্যাবিনেট মিশন (1946) • ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এবং কম্যুনাল হোলোকাস্ট • গণপরিষদের নির্বাচন (1946) • অন্তর্বর্তী সরকার • লীগের প্রতিবন্ধকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি • ভারতে সাম্প্রদায়িকতা • গণপরিষদ গঠন (1946) • ক্লিমেন্ট অ্যাটলির বক্তব্য • মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা (3রা জুন 1947) • কংগ্রেস কেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস মেনে নিল?	**249**

17.	**ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে** • সীমানা কমিশন • সম্পদ বিভাগ • রাজকীয় রাজ্যগুলির একীকরণ • হায়দ্রাবাদ • শাসকঃ নিজাম মীর উসমান আলী। • কাশ্মীর • কংগ্রেস কেন দেশভাগ মেনে নিল?	**272**
18.	**গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং ঘটনা** • গভর্নর জেনারেলরা • ভাইসরয় • কংগ্রেসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন • বিপ্লবী সংগঠন/দল • বিপ্লবী ঘটনা/কেস	**277**

1
অধ্যায়

ইউরোপীয়দের আগমন ভারতে ক্ষমতা

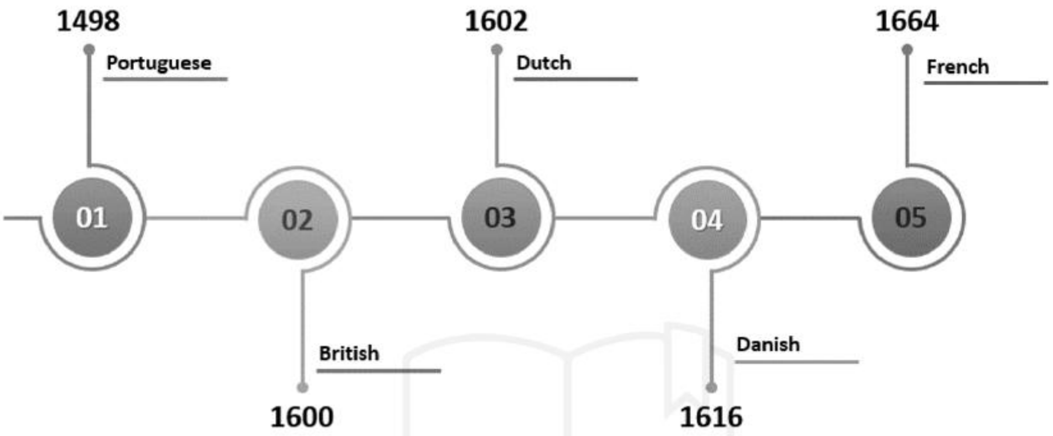

কারণগুলি ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের দিকে পরিচালিত করেছিল

- **দুর্বল শাসক এবং খণ্ডিত আঞ্চলিক শক্তি:**
  - **দুর্বল মুঘল শক্তি**1707 সালে আওরবগজেবের পরে
  - **আঞ্চলিক শক্তির উত্থান**
- **ভারতের বিপুল সম্পদ:**
  - ইউরোপীয়রা মার্কো পোলো এবং অন্যান্য কিছু সূত্র থেকে ভারতের বিপুল সম্পদ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল।
- **ভারতীয় পণ্যের ব্যাপক চাহিদা:**
  - মশলা, ক্যালিকো, সিল্ক, মূল্যবান পাথর, চীনামাটির বাসন ইত্যাদির মতো ভারতীয় পণ্যের ভারী চাহিদা।
- **আরবদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি:**
  - ভারতে যাওয়ার প্রধান স্থলপথগুলি আরবদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।
  - তাই বাণিজ্যের সরাসরি কোনো পথ নেই
  - 15 শতকে ইউরোপ জাহাজ নির্মাণ এবং নৌচলাচলের ক্ষেত্রে দারুণ অগ্রগতি দেখেছিল।
- **বাজার সম্প্রসারণের অনুসন্ধান:**
  - **দ্রুত শিল্পায়ন**
  - **বাজার সম্প্রসারণ**তাদের পুঁজিবাদী ইচ্ছা পূরণ করতে।

ভারতে সমুদ্র পথের আবিষ্কার

- **প্রয়োজন:**
  - **রোমান সাম্রাজ্যের পতন**
  - **আরবের আধিপত্য** মিশর এবং পারস্যে
  - ভারতীয় পণ্যের উচ্চ চাহিদা এবং যোগাযোগ কমে গেছে
  - **সমুদ্রপথে আরবদের নিয়ন্ত্রণ**(সুয়েজ খালের পথ)
  - **ইউরোপে রেনেসাঁ** এবং জাহাজ নির্মাণ এবং নেভিগেশন শিল্পে অগ্রগতি.
- **প্রচেষ্টা:**

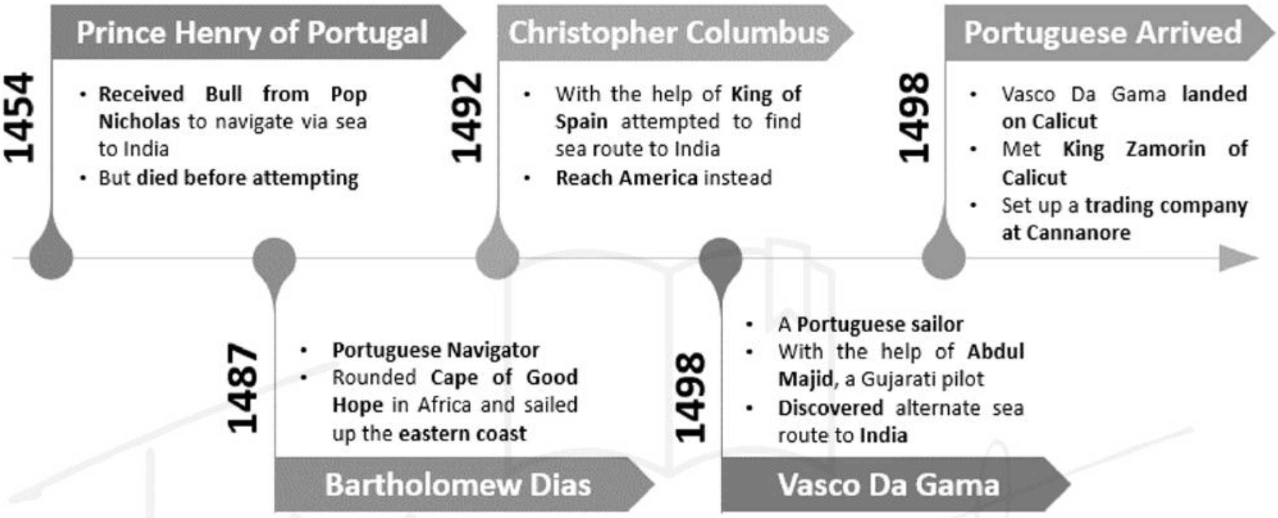

বিদেশী শক্তি

পর্তুগীজ

#গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

ভাস্কো দা গামা	● 1498 সালের মে মাসে কালিকটে পৌঁছান ● কালিকটের রাজা জামোরিনের কাছ থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার অনুমতি পান ● কান্নানোরে তিনি একটি বাণিজ্য কারখানা স্থাপন করেন।
পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল	1500 সালে কালিকটে ভারতে প্রথম ইউরোপীয় কারখানা স্থাপন করেন পর্তুগিজদের উপর আরব আক্রমণ সফলভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে **বোমাবাজি কালিকট**এবং কোচিন ও কান্নানোরের শাসকদের সাথে সুবিধাজনক চুক্তি করেছিল
ফ্রান্সিসকো ডি আলমেদা	1505 সালে, ফ্রান্সিসকো ডি আলমেদা ভারতে পর্তুগিজদের অবস্থান সুসংহত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অঞ্জাদিভা, কোচিন, কান্নানোর এবং কিলওয়াতে দুর্গ নির্মাণ করেন। . **দৃষ্টি:**পর্তুগিজদেরকে ভারত মহাসাগরের মালিক বানানোর জন্য। তার নীতি ছিল ব্লু ওয়াটার পলিসি এবং কার্টাজ সিস্টেম কে/এ। **নীল জল নীতি** **ভারত মহাসাগরের দুর্গ**নিরাপত্তার জন্য নয়, ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য **কার্টাজ সিস্টেম**

	নৌ বাণিজ্য লাইসেন্স16 শতকে ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের দ্বারা জারি করা। অনুরূপ ব্রিটিশ সিস্টেম = 20 শতকের নেভিসার্ট সিস্টেম।
আলফোনসো ডি আলবুকার্ক	**ভারতে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।** অন্যান্য জাহাজের জন্য একটি পারমিট সিস্টেম চালু করেছে। **1510 সালে গোয়া অধিগ্রহণ করে**এবং গোয়া "আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সময় থেকে ইউরোপীয়দের অধীনে থাকা প্রথম ভারতীয় অঞ্চল" হয়ে ওঠে। পর্তুগিজ পুরুষদের স্থানীয় স্ত্রী গ্রহণে উৎসাহিত করেন এবং সতীদাহ প্রথা বাতিলের ওপর জোর দেন

ভারতে পর্তুগিজ প্রতিষ্ঠান

- মুম্বাই থেকে দমন এবং দিউ এবং তারপর গুজরাট পর্যন্ত গোয়ার উপকূলের চারপাশের অঞ্চলগুলি দখল করে, তারা চারটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং শহর ও গ্রাম নিয়ন্ত্রণ করেছিল। .
- সান থোমে (চেন্নাইতে) এবং নাগাপট্টিনাম (অন্ধ্রে) পূর্ব উপকূলে সামরিক পোস্ট এবং বসতি স্থাপন করেন।
- **ইম্পেরিয়াল ফরমান প্রায় 1579**ব্যবসায়িক কাজের জন্য তাদের বাংলার সাতগাঁওয়ের কাছে বসতি স্থাপন করে।

ভারতে পর্তুগিজ প্রশাসন

- **গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট:**
  - **ভাইসরয়: প্রশাসনের প্রধান**, তিন বছরের জন্য পরিবেশন করা.
  - **ভেদর দা ফাজেন্ডা**: রাজস্ব এবং কার্গো এবং বহর প্রেরণ।
  - **ক্যাপ্টেন:**দুর্গের ইনচার্জ, 'ফ্যাক্টর' দ্বারা সহায়তা করা।
- **নীতি:**
  - **লবণ উত্পাদন একচেটিয়া,**
  - কাস্টম হাউস তৈরি করে তামাকের ওপর শুল্ক বসানো শুরু করে।
  - দাস ব্যবসা শুরু করে, হিন্দু-মুসলিম শিশুদের কিনে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে।

পর্তুগিজদের ধর্মীয় নীতি

- ক্রিস্টিনাটি প্রচার করার জন্য উদ্যোগী।
- **মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু**.
- আকবরকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা:
  - ধর্মতত্ত্বের প্রতি আগ্রহের কারণে জেসুইটরা আকবরের দরবারে ভালো প্রভাব ফেলেছিল।

- **1579 সালের সেপ্টেম্বরে, জেসুইট পিতা, রডলফো অ্যাকুয়াভিভা এবং আন্তোনিও মনসেরেট**আকবরের দরবারে পাঠানো হয়
  - আবার 1590 এবং 1595 সালে মিশন পাঠানো হয়েছিল
- **জাহাঙ্গীর,**সিংহাসনে আরোহণ করে, মুসলমানদের আশ্বস্ত করেন এবং জেসুইট পিতাদের অবহেলা করেন।
  - 1606 তিনি আবার তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পুননবীকরণ করেন।

- **লাহোরে চার্চ এবং কলেজিয়াম** তাদের ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল

পর্তুগিজদের পতন

- **স্থানীয় সুবিধা** ভারতে অর্জিত তা অবিলম্বে প্রতিবেশীদের সাথে হ্রাস করা হয়েছিল।
- **ধর্মীয় নীতি হিন্দুদের অসন্তুষ্ট করেছিল।**
- **অসাধু বাণিজ্য চর্চা** একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখা এবং সমুদ্র জলদস্যু হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন.
- **অহংকার ও হিংসা** তাদের ভারতের শাসকদের শত্রুতা এনেছে।
- **ব্রাজিলের আবিষ্কার ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপকে সরিয়ে দিয়েছে** পশ্চিমে পর্তুগালের।
- **ডাচ এবং ইংরেজ** সমুদ্রের নেভিগেশনের দক্ষতাও শিখেছে।
- **ইউরোপ থেকে বিভিন্ন ট্রেডিং সম্প্রদায়** তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।
  - **ডাচ এবং ইংরেজ** বিদেশে সম্প্রসারণের জন্য তাদের আরও বেশি সম্পদ ছিল এবং তারা পর্তুগিজ প্রতিরোধকে অতিক্রম করেছিল।
- **মসলার ব্যবসা** ডাচদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং পর্তুগালের বিদেশী সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গোয়াকে ব্রাজিলের দখলে নিয়ে যায়।

পর্তুগিজদের তাৎপর্য

- **সামরিক:**
  - **সামরিক উদ্ভাবন** শরীরের বর্ম, ম্যাচলক পুরুষ এবং বন্দুক ব্যবহারে
  - ফিল্ড বন্দুকের মুঘল ব্যবহারে অবদান, এবং 'স্ট্রাপের কামান'।
  - স্প্যানিশ মডেলে পদাতিক বাহিনীর ড্রিলিং গ্রুপের সিস্টেম।
- **নৌ কৌশল:**
  - **বহু সাজানো জাহাজ** ভারিভাবে নির্মিত, নিয়মিত বর্ষার আগে ছুটে যাওয়ার পরিবর্তে আটলান্টিকের ঝড় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল
    - এটি তাদের ভারী অস্ত্র বহন করার অনুমতি দেয়।
  - castled prow এবং stern ব্যবহার

- **রাজকীয় অস্ত্রাগার সৃষ্টি** এবং ডকইয়ার্ড এবং পাইলটদের একটি নিয়মিত ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যক্তিগত মার্চেন্ট শিপিংয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ম্যাপিং এবং পিটিং করা

- **সাংস্কৃতিক কাজ:**
  - গোয়ায় রৌপ্যকার ও স্বর্ণকারের শিল্প বিকাশ লাভ করে এবং স্থানটি বিস্তৃত ফিলিগ্রি কাজ, ফ্রেটেড ফোলিজ ওয়ার্ক এবং ধাতুর কাজ এম্বেডিং রত্নগুলির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।
  - **গীর্জা অভ্যন্তর**পর্তুগিজদের দ্বারা নির্মিত কাঠের কাজ, ভাস্কর্য এবং আঁকা ছাদ আছে; তারা সাধারণত তাদের স্থাপত্য পরিকল্পনা সহজ.

ডাচ

- **1596 সালে, কর্নেলিস ডি হাউটম্যান → প্রথম ডাচম্যান যিনি সুমাত্রা এবং বান্টামে পৌঁছেছিলেন।**
- 1602 সালে, অনেক ট্রেডিং কোম্পানি একত্রিত →**নেদারল্যান্ডের EIC**.
- কোম্পানিকে যুদ্ধ চালানো, চুক্তি সম্পাদন, অঞ্চল দখল এবং দুর্গ স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

ভারতে ডাচ বসতি

- **1605 সালে মাসুলিপত্তনমে (অন্ধ্রে) প্রথম কারখানা।**
- 1609 সালে মাদ্রাজের উত্তরে পুলিকাটে একটি কারখানা খোলেন।
- অন্যান্য প্রধান কারখানা সুরাটে (1616), বিমলিপটাম (1641), কারাইকাল (1645), চিনসুরা (1653), বরানগর, কাসিমবাজার (মুর্শিদাবাদের কাছে), বালাসোর, পাটনা, নাগাপটাম (1658), কোচিন (1663)।

ভারতে ডাচদের অধীনে বাণিজ্য

- **উৎপাদিত:**
  - **নীল:**যমুনা উপত্যকা এবং মধ্য ভারত,
  - **টেক্সটাইল এবং সিল্ক**: বাংলা, গুজরাট এবং করোমন্ডেল,
  - **সল্টপিটার**: বিহার
  - **আফিম ও চাল**: গঙ্গা উপত্যকা।
- **কালো মরিচ ও মশলার একচেটিয়া বাণিজ্য**.

ডাচদের পতন

- মালয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যে আকৃষ্ট হন।
- তৃতীয় অ্যাংলো-ডাচ যুদ্ধে (1672-74)ডাচ বাহিনীর দ্বারা বঙ্গোপসাগরে ইংরেজ জাহাজ → ইংরেজদের দ্বারা প্রতিশোধ → ডাচদের পরাজয়,**হুগলির যুদ্ধ** (1759)।

- **কোলাচেলের যুদ্ধ (1741)** b/w ডাচ এবং ট্রাভাঙ্কোরের রাজা মার্থান্ডা ভার্মা মালাবার অঞ্চলে ডাচ শক্তির সম্পূর্ণ পতন ঘটায়।
- **অ্যাংলো-ডাচ চুক্তি (1814)**:
  - স্বাক্ষরিত ডাচ এবং ইংরেজি
  - ডাচ করোমন্ডেল এবং ডাচ বেঙ্গলকে ডাচ শাসনে পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে
    - **অ্যাংলো-ডাচ চুক্তি (1824)** এই জায়গাগুলি ব্রিটিশদের কাছে ফিরিয়ে দেয়

☞1 মার্চ, 1825 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত সম্পত্তি এবং স্থাপনা স্থানান্তর নিশ্চিত করতে ডাচদের উপর বাধ্যতামূলক করে তোলে।

ইংরেজি

- **ফ্যাক্টর অবদান:**

- **রানী এলিজাবেথ I → ফ্রান্সিসের সনদ** 1580 সালে ড্রেকের বিশ্ব ভ্রমণ
- **1588 সালে স্প্যানিশ আরমাদার বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়**

- 1599 সালে, ইংরেজ বণিকদের একটি দল ওরফে 'মার্চেন্ট অ্যাডভেঞ্চারার্স' একটি কোম্পানি গঠন করে।
- **1600 সালের 31শে ডিসেম্বর, রানী এলিজাবেথ I** 'গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অফ মার্চেন্টস অফ লন্ডন ট্রেডিং ইন দ্য ইস্ট ইন্ডিজ' নামে কোম্পানিকে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার সহ একটি সনদ জারি করে।
- প্রাথমিকভাবে, 15 বছরের একচেটিয়া মঞ্জুর করা হয়েছিল, 1609 সালের মে মাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়েছিল
- ডাচদের মনোযোগ ইস্ট ইন্ডিজের দিকে সরিয়ে, ইংরেজরা বাণিজ্যের জন্য ভারতে ফিরে আসে।

ইংরেজি কোম্পানির সম্প্রসারণ

পশ্চিম ও দক্ষিণে বিস্তৃতি

1609	**ক্যাপ্টেন হকিন্স জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হলেন** সুরাটে একটি কারখানা স্থাপন করার জন্য, কিন্তু, সফল হয়নি পর্তুগিজদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন 1611 সালের নভেম্বরে আগ্রা ত্যাগ করেন।
1611	মাসুলিপত্তনমে ব্যবসা শুরু করেন এবং পরে 1616 সালে একটি কারখানা স্থাপন করেন।
1612	**ক্যাপ্টেন টমাস বেস্ট** সুরাটের কাছে সমুদ্রে পর্তুগিজদের পরাজিত করে; 1613 সালে টমাস অল্ডওয়ার্থের অধীনে সুরাটে একটি কারখানা স্থাপনের জন্য জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে অনুমতি পান।
1615	**স্যার টমাস রো,** প্রথম জেমসের একজন স্বীকৃত রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং ১৬১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।
1632	গোলকুণ্ডার সুলতান কর্তৃক জারি করা 'গোল্ডেন ফরমান' পেয়েছেন
1662	**চার্লস পর্তুগিজ রাজকন্যা ক্যাথরিনকে বিয়ে করার সময় পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে বোম্বে যৌতুক হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন।**
1687	ওয়েস্টার্ন প্রেসিডেন্সির আসনটি সুরাট থেকে বম্বেতে স্থানান্তরিত হয়

বাংলায় সম্প্রসারণ

- **1651 সালে বাংলার সুবাহদার শাহ সুজা,** সমস্ত শুল্কের পরিবর্তে বার্ষিক 3,000 টাকা প্রদানের বিনিময়ে ইংরেজদের বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়।

- **বাংলায় কারখানা:**হুগলি (1651), কাসিমবাজার, পাটনা এবং রাজমহল।
- **উইলিয়াম হেজেস**, বাংলায় কোম্পানির প্রথম গভর্নর, অভিযোগের প্রতিকারের জন্য 1682 সালের আগস্ট মাসে বাংলার মুঘল গভর্নর শায়েস্তা খানের কাছে আবেদন করেন।
  - ইংরেজ ও মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে।
- ইংরেজরা থানা (আধুনিক গার্ডেন রিচ) এর সাম্রাজ্যের দুর্গগুলি দখল করে, পূর্ব মেদিনীপুরের হিজলি এবং বালাসোরে মুঘল দুর্গ আক্রমণ করে।
- ইংরেজরা তাদের মালিকদের কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিকাটা (কালীঘাট) এই তিনটি গ্রামের জমিদারি 1,200 টাকা দিয়ে কিনে নেয়।
- 1700 সালে ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন,
  - **পূর্ব প্রেসিডেন্সির আসন**(কলকাতা)
  - প্রথম রাষ্ট্রপতি: স্যার চার্লস আয়ার

#ফারুকসিয়ার ফরমান

- 1715 সালে, জন সুরমান বাংলা, গুজরাট এবং হায়দ্রাবাদে কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান করে ফররুখসিয়ারের কাছ থেকে ফরমান সুরক্ষিত করেন।
- **কোম্পানির ম্যাগনা কার্টা** এবং এর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি হল:
  - **বাংলায়:**
    - **আমদানি-রপ্তানিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে** বাংলায় অতিরিক্ত শুল্ক থেকে বার্ষিক 3,000 টাকা পূর্বে নিষ্পত্তি করা হিসাবে গ্রহণ করা।
    - **দস্তক জারি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে** এই ধরনের পণ্য পরিবহনের জন্য।
    - **আরও জমি ভাড়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে**কলকাতার আশেপাশে।
  - **হায়দ্রাবাদে**, বাণিজ্যে কর্তব্য থেকে স্বাধীনতার বিশেষাধিকার
    - শুধুমাত্র মাদ্রাজের জন্য প্রচলিত ভাড়া দিতে হয়েছে।
  - **সুরাটে,** 10,000 টাকা বার্ষিক অর্থপ্রদানের জন্য, সমস্ত শুল্ক ধার্য থেকে অব্যাহতি।
  - মুঘল সাম্রাজ্য জুড়ে মুদ্রা রাখার জন্য কোম্পানির মুদ্রা বোম্বেতে তৈরি হয়েছিল।

ফরাসি

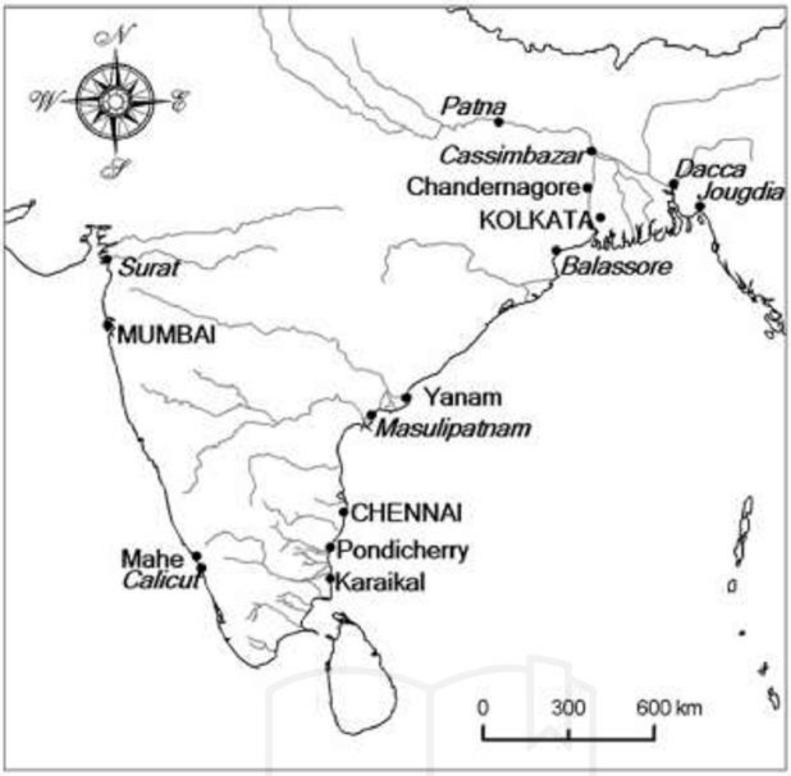

ভারতে ফরাসি কেন্দ্রগুলির ভিত্তি

- **শেষ ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে আসে।**
- **চতুর্দশ লুই,**রাজার বিখ্যাত মন্ত্রী কোলবার্ট 1664 সালে Compagnie des Indes Orientales (French EIC) এর ভিত্তি স্থাপন করেন।
- ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে ফরাসি বাণিজ্যের উপর 50 বছরের একচেটিয়া অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে।
- 1667 সালে, ফ্রাঁসোয়া ক্যারন সুরাটে একটি কারখানা স্থাপন করে ভারতে একটি অভিযানের নেতৃত্ব দেন।
- **মার্কারা**, একজন পার্সিয়ান যিনি ক্যারনের সাথে ছিলেন, গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছ থেকে পেটেন্ট পাওয়ার পর 1669 সালে মাসুলিপত্তনমে আরেকটি ফরাসি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
- 1673 সালে, ফরাসিরা বাংলার মুঘল সুবাহদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে কলকাতার কাছে চন্দননগরে একটি জনপদ প্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করে।

পন্ডিচেরি- ভারতে ফরাসি শক্তির কেন্দ্র

- 1673 সালে, শের খান লোদি, ভ্যালিকান্দাপুরমের গভর্নর (বিজাপুর সুলতানের অধীনে), মাসুলিপত্তনম কারখানার পরিচালক ফ্রাঙ্কোয়া মার্টিনকে একটি বন্দোবস্তের জন্য একটি জায়গা প্রদান করেন।
- **1674 সালে, পন্ডিচেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল**এবং ফ্রাঁসোয়া মার্টিন ফরাসি গভর্নর হন।

- ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে তার কারখানা স্থাপন করেছে।
- গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র: মাহে, করাইকাল, বালাসোর এবং কাসিম বাজার

ফরাসি EIC

- ডাচ এবং ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের কারণে খারাপভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।
- 1688 সালের বিপ্লবের পর থেকে ইংরেজদের সাথে তাদের মৈত্রীর দ্বারা শক্তিশালী হয়ে, ডাচরা 1693 সালে পন্ডিচেরি দখল করে।
- **Ryswick চুক্তি**1697 সালের সেপ্টেম্বরে পন্ডিচেরিকে ফরাসিদের কাছে পুনরুদ্ধার করে
- **1720 সালে,**ফরাসি কোম্পানিকে 'পারপেচুয়াল কোম্পানি অফ দ্য ইন্ডিজ' হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয় যা তার শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে।

ব্রিটিশ ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা

- **অ্যাংলো-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা** ভারতে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের ঐতিহ্যবাহী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিফলিত হয়েছে অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সাথে শুরু হয়েছিল এবং সাত বছরের যুদ্ধের সমাপ্তির সাথে শেষ হয়েছিল।
- 1740 সালে, দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অনিশ্চিত এবং বিভ্রান্তিকর। হায়দ্রাবাদের নিজাম আসাফ জাহ বৃদ্ধ ছিলেন এবং পশ্চিমে মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিয়োজিত ছিলেন।
- **হায়দ্রাবাদের পতন**এটি ছিল মুসলিম সম্প্রসারণবাদের অবসানের সংকেত এবং ইংরেজ অভিযাত্রীরা তাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিল।

ডেনস (ডেনমার্ক)

- **1616 সালে ডেনিশ EIC প্রতিষ্ঠিত হয়।**
- 1620 সালে, তাঞ্জোরের কাছে ট্রাঙ্কেবারে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- তাদের প্রধান বসতি ছিল কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে।
- **ডেনিশ কারখানা** 1845 সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিক্রি হয়।
- ডেনরা বাণিজ্যের চেয়ে তাদের ধর্মপ্রচারের জন্য বেশি পরিচিত।

কর্ণাটিক যুদ্ধ

প্রথম কর্নাটিক যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮)	**অ্যাংলো-ফরাসি যুদ্ধের সম্প্রসারণ**ইউরোপে যা অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণে হয়েছিল। ○ **বার্নেটের অধীনে ইংরেজ নৌবাহিনী ফরাসি জাহাজ জব্দ করে**ফ্রান্সকে উস্কে দিতে। ○ **অ্যাডমিরাল লা বোরডোনাইস, মরিশাসের ফরাসি গভর্নর**1746

<table>
<tr>
<td></td>
<td>সালে মরিশাস থেকে নৌবহরের সাহায্যে মাদ্রাজ দখল করে প্রতিশোধ নেওয়া হয়।
1748 সালে Aix-La Chapelle চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়
○ মাদ্রাজ ইংরেজদের হাতে ফিরিয়ে দিল,এবং ফরাসি উত্তর আমেরিকা অঞ্চল পেয়েছে।
সেন্ট থোমের যুদ্ধের জন্য স্মরণীয় (মাদ্রাজে) ফরাসী বাহিনী এবং কর্ণাটিক নবাব আনোয়ার-উদ-দিনের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, যার কাছে ইংরেজরা সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল।</td>
</tr>
<tr>
<td>দ্বিতীয় কর্নাটিক যুদ্ধ (1749-54)</td>
<td>ডুপ্লেক্স, ফরাসি গভর্নর→ দক্ষিণ ভারতে তার ক্ষমতা এবং ফরাসি রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন
হায়দ্রাবাদ→নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যুর পর→গৃহযুদ্ধ b/w নাসির জং, (ছেলে) এবং মুজাফফর জং (নাতি)

কর্ণাটিক→ আনোয়ার-উদ-দীন খান বনাম ছন্দা সাহেব।

ফরাসিরা মুজাফফর জং এবং চন্দা সাহেবকে সমর্থন করেছিলযখন ইংরেজরা নাসির জং এবং আনোয়ার-উদ-দিনের পক্ষে।
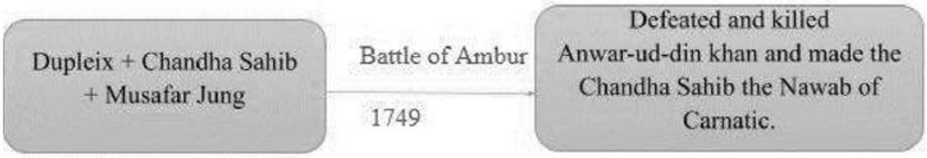

ত্রিচিনোপলিতে মোহাম্মদ আলীকে কার্যকর সহায়তা প্রদানে ব্যর্থ হলে, রবার্ট ক্লাইভ মাদ্রাজের গভর্নর সন্ডার্সের উপর বিমুখ আক্রমণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
রবার্ট ক্লাইভ আক্রমণ করে আর্কটকে বন্দী করেন। মহীশূর, তাঞ্জোর এবং মারাঠা প্রধান, মোরারি রাও, ত্রিচিনোপলি এবং ক্লাইভ ও স্ট্রিংগার লরেন্সের সহায়তায় এসেছিলেন।
ডুপ্লেক্সের নীতির কারণে ফরাসিরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়; 1754 সালে তাকে স্মরণ করা হয়।</td>
</tr>
</table>

	গোডেইউ ডুপ্লেক্সের স্থলাভিষিক্ত হন ইংরেজদের সাথে আলোচনার নীতি গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। 1754 সালে পন্ডিচেরি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়
তৃতীয় কর্নাটিক যুদ্ধ (1758-63)	ইউরোপে, যখন অস্ট্রিয়া 1756 সালে সিলেসিয়া পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল, সাত বছরের যুদ্ধ (1756-63)**শুরু.** 1758 সালে, কাউন্ট ডি লালির অধীনে ফরাসি সেনাবাহিনী 1758 সালে ভারতের সেন্ট ডেভিড এবং ভিজিয়ানগরামের ইংরেজ দুর্গগুলি দখল করে। **ওয়ান্ডিওয়াশের যুদ্ধ**-তৃতীয় কর্নাটিক যুদ্ধের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ→ ইংরেজি (বিজয়ী) 1760 এ**তামিলনাড়ুতে ওয়ান্দিওয়াশ (বা ভান্দাবাসি)**. 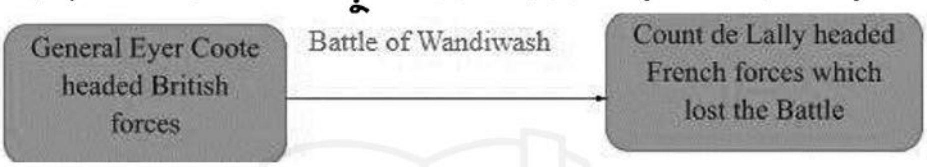 **প্যারিসের শান্তি চুক্তি (1763)**: ফরাসি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তাদের বসতি ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং দুর্গ নির্মাণ নিষিদ্ধ **ইংরেজরা ইউরোপের সর্বোচ্চ শক্তিতে পরিণত হয়** ভারতীয় উপমহাদেশে, যেহেতু ডাচরা ইতিমধ্যেই 1759 সালে বিদারার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল।

ফরাসিদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্যের কারণ

- **ইংরেজি কোম্পানি** একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিল এবং এর কম সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল যা জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি তৈরি করেছিল।
- যেখানে ফরাসি কোম্পানিটি একটি রাষ্ট্রীয় কনসার্ট ছিল এবং ফরাসি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং সরকারী নীতি দ্বারা আবদ্ধ ছিল।
- ইংরেজ নৌবাহিনী ফরাসি নৌবাহিনীর চেয়ে উন্নত ছিল।
- **ইংরেজি ধরে** কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ যেখানে ফরাসিদের ছিল শুধুমাত্র পন্ডিচেরি।
- **ফরাসি** কোম্পানির তহবিলের অভাব ছিল যদিও ব্রিটিশদের আর্থিক অবস্থা ছিল ভালো যা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করেছিল।

অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্যের কারণ

ট্রেডিং কোম্পানির গঠন ও প্রকৃতি	**ইংরেজি EIC** বার্ষিক নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। **ফ্রান্স এবং পর্তুগিজ কোম্পানি:** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং সামন্ততান্ত্রিক। **ফরাসি কোম্পানিতে মোনার্কের> 60% শেয়ার ছিল** এবং এর পরিচালকরা শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে রাজা কর্তৃক মনোনীত হন।

	শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির সমৃদ্ধি প্রচারে খুব কম আগ্রহ নিয়েছিল। b/w 1725 এবং 1765 কোম্পানি রাষ্ট্রের একটি বিভাগ হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল।
নৌবাহিনী	**ব্রিটেনের রাজকীয় নৌবাহিনী**: বৃহত্তম এবং সবচেয়ে উন্নত স্প্যানিশ আরমাদার বিরুদ্ধে এবং ট্রাফালগারে ফরাসিদের বিরুদ্ধে বিজয় রয়্যাল নেভিকে ইউরোপীয় নৌবাহিনীর শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। ভারতেও নৌ-জাহাজের শক্তিশালী ও দ্রুত গতিবিধির কারণে ব্রিটিশরা পর্তুগিজ ও ফরাসিদের পরাজিত করে।
শিল্প বিপ্লব	ইংল্যান্ডে স্পিনিং জেনি, স্টিম ইঞ্জিন এবং পাওয়ার লুমের মতো নতুন মেশিনের উদ্ভাবনের ফলে → টেক্সটাইল, ধাতুবিদ্যা, বাষ্প শক্তি এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।
সামরিক দক্ষতা এবং শৃঙ্খলা	ব্রিটিশদের একটি সুশৃঙ্খল ও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী ছিল। **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন** সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করেছে।
স্থিতিশীল সরকার	ব্রিটেনে দক্ষ রাজাদের সাথে একটি স্থিতিশীল সরকার ছিল। ফ্রান্স 1789 সালে সহিংস বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে এবং 1815 সালে নেপোলিয়নের পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের সরকারী অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। ডাচ EIC, 1800 সালে দেউলিয়া হয়ে 1830 সালে বিপ্লবের সাথে যুক্ত।
ধর্মের প্রতি কম উৎসাহ	ব্রিটেন ধর্ম সম্পর্কে কম উদ্যোগী ছিল এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারে কম আগ্রহী ছিল।
ঋণ বাজার ব্যবহার	**বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক**, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড অর্থ বাজারে সরকারি ঋণ বিক্রি করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় তার সামরিক বাহিনীতে অনেক বেশি ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছিল।